দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... SEP 01 1999

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের মেধাবী ছাত্র টনি হত্যার বিচার পাঁচ বছরেও হয়নি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

রাজধানীর হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের ছাত্র টনি হত্যার বিচার হয়নি পাঁচ বছরেও। মামলার সকল আসামী জামিনে বেরিয়ে এসেছে। সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হতে না হতেই তারা সাক্ষীদের হুমকি দিচ্ছে। হুমকির মুখে সাক্ষীরা এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

মেধাবী ছাত্র আতাউর রহমান টনি হত্যার ঘটনা ঘটে '৯৪ সালের ২৯ আগস্ট। ঘটনার দিন মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান থানার গোপালপুর গ্রামে সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে টনিকে কুপিয়ে আহত করে। একই সাথে তারা টনির শরিরে এ্যাসিড ঢেলে দেয়। আহত টনি দু'দিন পর মারা যায় ঢাকা মেডিক্যালে।

সিরাজদিখান থানায় এ ব্যাপারে মামলা হয়। পরে মামলার তদন্ত ভার গ্রহণ করে সিআইডি পুলিশ। সিআইডি এক বছর পরে টনি হত্যা মামলার চার্জশীট দাখিল করে। মামলার বিচার শুরু হয় সেসন জজ কোর্টে। ইতোমধ্যে হত্যা মামলার সকল আসামী জামিনে বেরিয়ে আসে। মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয় কিছু দিন আগে। সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হতে না হতেই আসামীরা সাক্ষীদের হুমকি দিতে থাকে। আদালতে এ নিয়ে হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। পরে তারা টনির গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ করে। সন্ত্রাসীদের হামলার মুখে টনির মা বাড়ি ছেড়ে থানায় গিয়ে রাত কাটায়। পরের দিন পুলিশ ফাঁড়ির ৮ পুলিশ টনির মায়ের সাথে তাদের বাড়িতে যায়। পুলিশের সামনেই সন্ত্রাসীরা মামলা তুলে নেয়ার হুমকি দেয়। তাদের হুমকির মুখে এখন নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন টনির বৃদ্ধ মা। তিনি পুত্র হত্যার বিচার চেয়ে নিজের নিরাপত্তা নিয়েই এখন বেশি উদ্বিগ্ন।